জামায়াতের জঙ্গি কানেকশন

‘সাংবাদিকদের ক্রসফায়ারে মারতে হবে’

সাতকানিয়ার জামায়াত নেতা নুরুল হক

গোলাম মোর্তোজা ও অনিরুদ্ধ ইসলাম

ইসলামী জঙ্গি তৎপরতা দমনে পুলিশি অভিযান, দুটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠন নিষিদ্ধ করা, তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঘটনায় মনে হতে পারে সরকারের সম্ভবত ঘুম ভেঙেছে এবং তারা এ জঙ্গি তৎপরতা দমনে বিশেষ আন্তরিক।

সাধারণভাবে এমনটা মনে হওয়ারই কথা। কিন্তু বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। জঙ্গি দমনে সরকার যেভাবে হঠাৎ তৎপর হয়েছিল, আবার হঠাৎ করেই থেমে গেছে। জঙ্গি দমন করতে হলে যেভাবে এর উৎপত্তিস্থলের সন্ধান করা প্রয়োজন সরকার সেটা করছে না। করার সদিচ্ছাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং কম শক্তিশালী সংগঠনের পরিচয়ে যারা জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তাদেরকেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই জঙ্গিদের মূল শক্তি কোথায় সেটা খুঁজে বের করার সামান্য আন্তরিকতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে না। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জোট সরকারের মধ্যেই এই জঙ্গি তৎপরতার মদদদাতারা অবস্থান করছে। বস্তুত, বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর এই অপতৎপরতার সঙ্গে জোট ও জোটের শরিক জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পর্কের বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পারলে এর গভীরতা এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে না।

সরকার যখন জঙ্গি দমনের কথা বলছে, দু'একজনকে গ্রেপ্তার করছে, ঠিক তখনই সাতকানিয়ার জামায়াত আমির ডা. নুরুল হক সন্ত্রাসের পক্ষে কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সাংবাদিকদের ক্রসফায়ারে হত্যা করতে চাইছেন। প্রকাশ্যে এমন কথা বলছেন তিনি। তাও জামায়াতের কোনো জনসভায় নয়, উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এ কথা বলেছেন। গত ৬ মার্চ মাসিক আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিং হয় সাতকানিয়ায়। সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ওসি, ১৭ জন ইউপি চেয়ারম্যানসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরো অনেকেই। আইনশৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভায় জামায়াত নেতা নুরুল হক বক্তৃতা দিয়েছেন, সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। একজন আরেক জনের দিকে তাকিয়েছেন। একজন ছাড়া কেউ কোনো প্রতিবাদ করেননি।

কেন প্রতিবাদ করেননি?

সাতকানিয়ার সকল সন্ত্রাসের নিয়ন্ত্রক ডা. নুরুল হক এবং তার দুই পুত্র। অতীতে দেখা গেছে বাবা এবং পুত্রদ্বয়ের বিরোধিতা যারা করেছেন তাদের সবার ওপরই নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর নির্যাতন। অনেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। সুতরাং বক্তব্যের প্রতিবাদ না হওয়াটা স্পষ্টতই বোঝা যায়। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও আইনশৃঙ্খলা কমিটির মহিলা সদস্য শাহিদা আকতার প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ডা. নুরুল হককে বলেন, আপনার এমন অশোভন বক্তব্য দেয়া উচিত হয়নি।

কিন্তু শাহিদা আকতার জানেন না জামায়াত-শিবিরের অভিধানে কোনো উচিত অনুচিত শব্দ নেই। যা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে সেটাই অনুচিত। নিজের স্বার্থে করা যাবে যেকোনো কাজ। হত্যা, চাঁদাবাজি, ছিনতাই সব...।

র‍্যাব সারা দেশের মতো চট্টগ্রামে বেশ কিছু চিহ্নিত সন্ত্রাসীকে ধরেছে এবং ক্রসফায়ারে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শিবিরের ধরা পড়া ২১ জন দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীর একজনও ক্রসফায়ারে নিহত হয়নি। সাপ্তাহিক ২০০০ এটা নিয়ে বারবার লিখেছে। তার পরিণতিতেই হয়তো কুখ্যাত শিবির সন্ত্রাসী গিট্টু নাসির নিহত হলো। গিট্টু ছিল সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী এবং ডা. নুরুল হকের পোষা সন্ত্রাসী। যাকে দিয়ে মানুষ খুন করানোই ছিল একমাত্র কাজ। সেই সন্ত্রাসী নিহত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে সাংবাদিক তথা সাপ্তাহিক ২০০০-এর ওপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে জামায়াত শিবির। যার প্রকাশ সাংবাদিকদের ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকি। জামায়াত-শিবির চিন্তিত হয়ে পড়েছে র‍্যাব শিবির বিষয়ে পরিবর্তিত কার্যক্রম অব্যাহত রাখলে অচিরেই নুরুল হকের অনেক ক্যাডারের ক্ষেত্রে ক্রসফায়ার কার্যকর হবে। এই তালিকায় চলে আসতে পারে নুরুল হকের দুই পুত্রও। সন্দেহ নেই, র‍্যাবের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে। এটাই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারছে না জামায়াত-শিবির। তাই তারা শুধু বিএনপি নেতাকর্মী হত্যা করেই নিশ্চিত থাকতে পারছে না। হত্যা করতে চাইছে সাংবাদিকদেরও। মনে করছে সাংবাদিকরা না লিখলে তারা অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে নির্বিঘ্নে।

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে সরকার অকারণে দেরি করেছে। তার ফলাফল কী হয়েছে সেটা আমরা সবাই দেখছি। দেখছে সরকারও। অনেক কষ্টে হলেও সরকারকে মেনে নিতে হয়েছে জঙ্গিদের অস্তিত্ব।

এখন জামায়াত নেতা নুরুল ইসলামরা যেভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠছেন, তাতে করে নিজেরাই হয়তো সাংবাদিক হত্যা শুরু করবেন। এই সুযোগ যাতে তারা না পায় এর জন্য প্রয়োজন সরকারের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া। দেশব্যাপী জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জামায়াতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই- সেটা প্রমাণের চেষ্টা চলছে। সরকারও এই চেষ্টায় সাহায্য করছে। যার দায়দায়িত্ব ইসলামী ঐক্যজোটের ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে। এ কথা সত্য যে, ইসলামী ঐক্যজোট জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু জামায়াতও মুক্ত নয়। মাদ্রাসায় জঙ্গি তারাও তৈরি করছে। অন্যভাবে বলা যায় জঙ্গিবাদের সুফলও ভোগ

করছে জামায়াতই। সরকার বিপদে পড়ে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হওয়ায় জামায়াত সরে দাঁড়াতে চাইছে আমিনীদের পেছন থেকে। এ কারণেই আমিনী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছেন, জামায়াত-শিবির কার্যালয়েও অভিযান চালাতে হবে। আমিনীর এই দাবি খুবই যৌক্তিক। দেশের মানুষও এটা সমর্থন করে। কারণ কে না জানে যে জামায়াত-শিবির অফিসে সন্ত্রাসীরা অবস্থান করে!

বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব ইসলামী জঙ্গি সংগঠন তৎপরতা আছে তার রিক্রুটিং কেন্দ্র হচ্ছে দেশের মাদ্রাসাগুলো। এসব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে বিভিন্ন বিদেশী সংগঠনের আর্থিক সহায়তা রয়েছে। বিভিন্ন ইসলামিক এনজিওর মাধ্যমে এসব অর্থ আসে। জোট সরকারের শরিক হিসেবে সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মুজাহিদ এসব এনজিওর তৎপরতা, তাদের অর্থ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। জামায়াত নিয়ন্ত্রিত রাবেতা আলম-এ ইসলাম এনজিওগুলোর প্রধান। রাবেতার মাধ্যমে জামায়াত এসব সংগঠনের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে।

কেবল তাই নয়, এ যাবৎ যেসব ইসলামী

সাতকানিয়ার সকল সন্ত্রাসের নিয়ন্ত্রক ডা. নুরুল হক এবং তার দুই পুত্র। অতীতে দেখা গেছে বাবা এবং পুত্রদ্বয়ের বিরোধিতা যারা করেছেন তাদের সবার ওপরই নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর নির্যাতন। অনেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে

জঙ্গি ধরা পড়েছে তারা কোনো না কোনো সময় ইসলামী ছাত্রশিবির বা জামায়াতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ড, বিশেষ করে চট্টগ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবিরের সম্পর্কের মতো এসব জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জামায়াতের সম্পর্ক এমনভাবে রক্ষা করা হয় যাতে ধরা পড়লে অস্বীকার করা যায়। কিন্তু এবার জঙ্গি অভিযানে এসব জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে জড়িতদের জামায়াতের রোকন হিসেবে পরিচিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাদের কাছে মওদুদীর বইসহ ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের সাংগঠনিক কাগজপত্র পাওয়া গেছে।

এসব ইসলামী জঙ্গি সংগঠনকে যে জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ছত্রছায়া প্রদান করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাতক্ষীরার জামায়াত দলীয় এমপি খালেক মন্ডল কর্তৃক ড. আসাদুল্লাহ গালীব সম্পর্কে দেয়া সার্টিফিকেটে। জাতীয় সংসদের প্যাডে দেয়া সার্টিফিকেটে জামায়াতের এই সাংসদ দাবি করেছেন যে, ড. গালীব ও তার সংগঠন কোনো জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত নয়।

ডা. নুরুল ইসলামদের বাড়তে দেয়ার পরিণতি একটা সরকারের জন্য শুভ হতে পারে না। শামীম ওসমান, হাজারীরা আওয়ামী লীগের জন্যে মঙ্গল কিছু করে যেতে পারেনি। হয়েছে দলের ভরাডুবির কারণ। সন্ত্রাস করে, হত্যা করে, সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দিয়ে আর যাই হোক খালেদা জিয়া সরকারের কল্যাণ হবে না।

A QUALITY INTERNATIONAL FOOD STORE IN TOKYO, JAPAN

HALAL

online store BATICROM
An Enterprise of Diamond Trading Company

TOKYO

www.baticrom.com

HAPPY NEW YEAR
Dcj‡¶ e¨wZµ‡gi we‡kl gj¨nvm

আংশিক মূল্য তালিকা :

কাতলা, মাগুর, শোল, নলা	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
বোয়াল, কাজলী, কোরাল বাইম	৬৯৫ ইয়েন/কেজি
মলা, সাগরপোনা, কাকিলা, বাটা	৪৯৫ ইয়েন/কেজি
শুঁটকি (কাচকি, বাতাসি, রূপচাঁদা, ঘনিয়া, ছুরি, লটিয়া)	৪০০-৭০০ইয়েন/প্যাকেট
বাংলাদেশী রান্না মাংস (গরু, খাসী)	৯৯৫ ইয়েন/কেজি
গরু/খাসীর গোশ্ত (Beef/Mutton Cut Regular)	৮৫০ ইয়েন/কেজি

সীম, বরবটি, MIXED সবজি	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
ডাল (মসুর, মুগ, বুট, ছোলাবুট)	৩১৫ ইয়েন/কেজি
রান্নার মসলা (হলুদ, মরিচ, জিরা ধনিয়া)	৩৯৫ ইয়েন/প্যাকেট
বাংলা, হিন্দি গান+সিনেমার CD/VCD/DVD	৪৮০/৫৮০/৭৮০ ইয়েন/কপি
বাংলা (গল্প, উপন্যাস) বই	৮০০-২৫০০ ইয়েন/কপি
পোশাক : প্যান্ট, শার্ট, শাড়ি, থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, পায়জামা, লুঙ্গি, টুপি)	আকর্ষণীয় মূল্যে

Retail sale
Baticrom Online Store
Abankurest Itabashi Building
1-13-10 Itabashi, Itabashi-Ku, Tokyo, Japan.
Tel : 03-5943-5661, 03-3963-6636
Fax : 03-5943-5662
E-mail-info@baticrom.com

For Wholesale:
DIAMOND TRADING COMPANY
Eguchi Bldg.; 1-45-14 Ikebukuro-Honcho
Toshima-ku, Tokyo, Japan.
Tel.: (03)3590-6433 fax.: (03)3590-6434

গ্রাহক সন্তুষ্টিই আমাদের প্রতিপাদ্য !!

সাধ, সাধ্যের এক অপূর্ব সমন্বয়